মিস পুনঃ ২৫/২০১৮

উপস্থিত- **মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ**

বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অদ্য অধিকতর সাক্ষী শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রার্থীক ও প্রতিপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি সাক্ষীর হাজির দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের সাক্ষীর হলফ পাঠান্তে জেরা গ্রহন করা হলো।

অতপর নথি যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য নেওয়া হলো। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অতপর নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম। মিস্ মামলার দরখাস্ত, তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বাদী-প্রার্থী, বিবাদী-প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিভাগের প্রার্থনায় অত্রাদালতে অপর ৩৬/২০০৮ নম্বর মোকদ্দমা আনয়ন করেছিলেন। সকল বাদীগনের পক্ষে ৪ নং বাদী উক্ত মামলা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। মূলত তিনিই মামলার সকল প্রকার তদবির গ্রহন করতেন। বিগত ২৩/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তদবিবরকারক ৪ নং বাদীর আপন খালা ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে সয্যাশায়ী হওয়ায় ৪ নং বাদীর উক্ত তারিখে তদবিরের অভাবে মামলাটি খারিজ হয়। পরবর্তীতে বাদী-প্রার্থী মোকদ্দমাটি তদ্বিরাভাবে খারিজের বিষয় জানতে পারেন। তদ্বির গ্রহণে ব্যর্থতা বাদী-প্রার্থীর অবহেলাজনিত নয়। এমতাবস্থায় উক্ত বিভাগ ৩৬/২০০৮ নম্বর মূল মোকদ্দমার বিগত ২৩/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদরহিতক্রমে মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে পূর্বাবস্থায় পুনর্বহালের প্রার্থনা করেছেন। উল্লেখ প্রার্থীপক্ষ ৭২ দিন বিলম্বে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

অন্যদিকে, প্রার্থীপক্ষের মামলাকে অস্বীকার পূর্বক ১ নম্বর বিবাদী প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করে অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদী-প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, মূল মামলাটি চূড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে ছিল। বাদী প্রার্থীক মূল মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না বিধায় বিগত ২৩/০৫/২০১৮ ইং তারিখে প্রার্থীপক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে বিভাগ ৩৬/২০০৮ নং মামলাটি খারিজ হয়। প্রার্থী অত্র মিস মামলা তামাদি মেয়াদ অতিক্রান্তে দায়ের করেন। প্রার্থীপক্ষ অযথা বিবাদী প্রতিপক্ষ কে হয়রানী করার উদ্দেশ্যে অত্র মামলা আনয়ন করেন। এমতাবস্থায় প্রার্থীপক্ষের আনীত দরখাস্ত তামাদি দ্বারা বারিত বিধায় অত্র মিস মামলা নামঞ্জুরাদেশ প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ

১) অপর ৩৬/২০০৮ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ২৩/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদ রহিত যোগ্য কি না?

২) প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

মিস পুনঃ ২৫/২০১৮

অত্র মামলায় প্রার্থীপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা নুরুল আজিজ (Pt.W.1)। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা- আবুল মনসুর (Op.W.1)।

নুরুল আজিজ (Pt.W.1)এবং আবুল মনসুর (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করে যথাক্রমে মিস্ মামলার দরখাস্ত ও তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিকে সমর্থন করেছেন।

বিচার্য বিষয় নম্বর : ১ বিভাগ ২৬/২০০৮ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ২৩/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদ-রহিতযোগ্য কিনা এবং বিচার্য বিষয় নম্বর ২ : প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না ?

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গৃহীত হলো।

নুরুল আজিজ (Pt.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি মামলার ৪ নং প্রার্থী। তিনি নিজ ও অন্যান্য প্রার্থীপক্ষে জবানবন্দি প্রদান করছেন। তিনি বলেন যে, ২৩/৫/২০১৮ ইং তারিখ মূল মামলার ধার্য তারিখ ছিল। উক্ত তারিখ তার আপন খালা স্ট্রোকজনিত কারনে হাসপাতালে সয্যাশায়ী হওয়ায় তিনি খালাকে দেখতে গিয়েছিলেন। যেকারনে তিনি তদবির গ্রহন করতে পারেননি। ফলে মামলাটি খারিজ হয়। তিনি দাবি করেন যে মামলা পরিচালনায় তার কোন ধরনে গাফলতি বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নেই। তিনি মূল মামলা পূর্নবহালের প্রার্থনা করেন।

জেরাকালে তিনি মামলা খারিজের দিন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত হননি মর্মে সাজেশন অস্বীকার করেন।

আবুল মনসুর (Op.W.1) জবানবন্দিতে বলেন, মূল মামলার চূড়ান্ত শুনানীতে বাদীপক্ষ অনুপস্থিত থাকায় মামলাটি খারিজ হয় । তাদের কে হয়রানী করার জন্য এ মামলা করেছে। বাদী মামলা সম্পর্কে জেনে ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির না হওয়াতে মালাটি খারিজ হয়। জেরাতে তিনি বলেন বাদীর মিস মামলা মঞ্জুরে তার আপত্তি আছে।

উক্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় , প্রার্থীপক্ষ মূল মামলা খারিজের কারণ হিসেবে ধার্য তারিখে প্রার্থীপক্ষে মূল মামলার তদবিরকারক ৪ নং বাদীর আপন খালার স্ট্রোকজনিত কারনে তাকে দেখতে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তদবির গ্রহন করতে পারেননি মর্মে দাবি করেছেন। প্রার্থীপক্ষ পূর্বের তারিখসমূহে আদালতে নিয়মিত উপস্থিত থাকার বিষয়ে বলেছেন। নথি দৃষ্টে দেখা যায়, মামলাটি চূড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে বাদীপক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে মামলাটি খারিজ হয়। উক্ত খারিজাদেশের পূর্বের তারিখ সমূহে বাদীপক্ষ নিয়মিত হাজির ছিলেন মর্মে দৃষ্ট হয়। যেহেতু খারিজাদেশের পূর্বে বাদীপক্ষ কয়েকটি তারিখে নিয়মিত হাজির ছিল সেকারনে প্রার্থীপক্ষের মামলা পরিচালনায় অনীহা আছে এরুপ ভাবার অবকাশ নেই। স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে তদবিরকারকের ব্যাক্তিগত অনাকাঙ্খিত সমস্যার কারনে প্রার্থীপক্ষ সেদিন উপস্থিত হতে পারেননি। যেহেতু মূল মামলাটি বিভাগের মামলা এবং প্রার্থীপক্ষ মামলা চালাতে ইচ্ছুক সুতরাং এ বিষয়টি নমনীয় দৃষ্টে নেওয়া হলে প্রকৃত ন্যায়বিচার হবে মর্মে বিবেচনা করি। দরখাস্ত আনয়নে মাত্র ৭২ দিন বিলম্ব হলেও বিলম্বের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক। অত্র মিস মামলা ন্যায় বিচার স্বার্থে মঞ্জুর হওয়া আবশ্যক। সুতরাং অত্র মিস্ মামলা মঞ্জুরযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অতএব, বিচার্য বিষয়দ্বয় বাদী-প্রার্থীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

মিস পুনঃ ২৫/২০১৮

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মিস্ মামলা ১ নম্বর বিবাদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ১০০০ (এক হাজার) টাকা খরচাসহ মঞ্জুর হলো।

এতদ্বারা মূল মোকদ্দমায় গত ২৩/৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদরহিত করা হলো।

মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে হুড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে আগামী ৩১/০৮/২০২৩ খ্রিঃ তারিধ ধার্যে পুনর্বহাল করা হোক।

অত্রাদেশ বাদী-প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক খরচা বাবদ ১০০০ (এক হাজার) টাকা আগামী ৩১/০৮/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে দাখিল সাপেক্ষে কার্যকর হবে। উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খরচার টাকা দাখিলের ব্যর্থতায় অত্র মঞ্জুরাদেশ রদরহিত মর্মে গণ্য হবে।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম